



চুক্তিনামার দলিল

*Handwritten signature*

মুল কপি  
১৭৩৭

A 2299  
১২০৭  
১৬৭৩

*Handwritten signature*

২০/৭/১০

২০০ ২৭৫  
২০১২ ৫৭২  
২৫০ ৪১৫৫

A 2299  
১২০৭  
১৬৭৩  
১৩১০  
১৩১০  
১৩১০

চাকা মোহাম্মদপুর হাউজিং এন্ড টেনেটের বার্ষিক প্লট ইজারাদানের আদর্শ

এই ইজারা চুক্তিনামা অর্থাৎ এক হাজার নয়শত ২২২১ সালের ৭ মাসের ১৭

কারিখ মোতাবেক বাংলা ১৩৬৪ সালের ৪ মাসের ১ তারিখে একপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, যিনি অতঃপর "ইজারাদাতা" হিসাবে অভিহিত, (যে অভিযুক্ত দ্বারা যেখানে যেদ্রুপ বৃদ্ধায় বা প্রযোজ্য হয় সেইখানে তাহার উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগীগণকেও বৃদ্ধাইবে),

এবং

স্বাধী শিক্কা ও সন্দ্বিধিকা, কিশলয়, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, এর পক্ষে- বিশেষ সুকিয়া বাছন, প্রধান শিক্কা সুধী- মোঃ আবু বকর শিক্কা, কিশলয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃপুর, ঢাকা।

অতঃপর "ইজারাগ্রহীতা" নামে অভিহিত (যে অভিযুক্ত দ্বারা যেখানে যেদ্রুপ বৃদ্ধায় বা প্রযোজ্য হয় সেইখানে তাহার উত্তরাধিকারী, ওয়ারিশ, প্রতিনিধি, নির্বাহকগণ, প্রশাসক ও স্বত্বনিয়োগীগণকেও বৃদ্ধাইবে)-এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেহেতু ইজারাদাতা এতদসঙ্গে সংযুক্ত ১ম তফসিলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ৩৩০২ বর্গগজ... বর্গগজ বিশিষ্ট একটি প্লট (অতঃপর বাহা ইজারাদান সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত) এর বোল আনার মালিক ও নিরংকুশ দখলকার আছেন।

এবং যেহেতু ইজারা গ্রহীতা উক্ত প্লট ইজারার গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং ইজারাদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, তাহা ১৯৯৩ সালের ৭ মাসের ১৭ তারিখে ইজারা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সেহেতু, এক্ষণে, অত্র ইজারা চুক্তিনামা এই মর্মে সাক্ষ্য বহন করিবে যে, ইজারা গ্রহীতা উক্ত প্লটের অধিমূল্য স্বরূপ টাঃ ১,৫০,২৫৫/- (কথায় এক লক্ষ তিন হাজার দুইশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র) পারিশোধের কথা বিবেচনা করিয়া উহার মধ্যে ইজারা গ্রহীতা ১৭/৩/৯২ ইং তারিখের ৩/১/৯২ তারিখের মধ্যে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে টাঃ... মাত্র (কথায় টাকা... মাত্র) পারিশোধ করিয়াছেন এবং অতঃপর ইজারা গ্রহীতা অত্র ইজারা চুক্তিনামার উল্লেখিত সংরক্ষিত ভাড়া পারিশোধ, নিয়মাদি ও শর্তাবলী পালন করিবেন, এবং ইজারা গ্রহীতা বাহাতে উক্ত প্লটে ইমারত নির্মাণ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে ইজারাদাতা এতদ্বারা তাহাকে ১৯৭৩ সালের ১৭ মার্চ তারিখ হইতে ১৯ (নিরানব্বই) বৎসরের জন্য উক্ত সম্পত্তি অত্র চুক্তিতে বর্ণিত মেয়াদ, নিয়ম ও শর্তাবলীতে ইজারা প্রদান করিলেন অর্থাৎ ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতার সহিত নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ

১। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতাকে কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এবং নিয়মিতভাবে সকল অভিকর, কর, প্রভার, শুল্ক, নির্ধারিত কর, আরোপিত কর, ধারকৃত কর, এবং অন্যান্য যে কোন খরচা বাহা ইজারাদাতার উপর আপাততঃ বলবৎ আইনের অধীনে ধার্য করা হইয়াছে তাহা অথবা বাহা অতঃপর ধার্য করা হইতে পারে তাহা এবং ভবিষ্যতে উহার উপর নির্মিত বা ইমারত বা কাঠামো কিংবা অত্যাধিকারী কাজের জন্য অভিকর ও কর উহার মালিক বা দখলকারের উপর আরোপিত হইতে পারে তাহাও ইজারা গ্রহীতার পারিশোধ করিতে হইবে এবং তিনি গৃহাংগনের নর্মা, পরোপ্রদালী এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা সম্পর্কিত পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবেন এবং পালন করিবেন এবং উক্ত গৃহাংগনে সন্তোষভাবে মেয়াদত করিয়া সঠিক ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবেন।

২। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতাকে কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এবং নিয়মিতভাবে সকল অভিকর, কর, প্রভার, শুল্ক, নির্ধারিত কর, আরোপিত কর, ধারকৃত কর, এবং অন্যান্য যে কোন খরচা বাহা ইজারাদাতার উপর আপাততঃ বলবৎ আইনের অধীনে ধার্য করা হইয়াছে তাহা অথবা বাহা অতঃপর ধার্য করা হইতে পারে তাহা এবং ভবিষ্যতে উহার উপর নির্মিত বা ইমারত বা কাঠামো কিংবা অত্যাধিকারী কাজের জন্য অভিকর ও কর উহার মালিক বা দখলকারের উপর আরোপিত হইতে পারে তাহাও ইজারা গ্রহীতার পারিশোধ করিতে হইবে এবং তিনি গৃহাংগনের নর্মা, পরোপ্রদালী এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা সম্পর্কিত পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবেন এবং পালন করিবেন এবং উক্ত গৃহাংগনে সন্তোষভাবে মেয়াদত করিয়া সঠিক ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবেন।

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

এককালীন পরিশোধ করিয়াছেন।



- ৩। ইজারাধীন সম্পত্তির উপর নির্মাণ কার্যে উক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের অধিক ব্যবহার করা যাইবে না এবং অত্র ইজারা চুক্তি কার্যকর হওয়ার সময় হইতে এক বৎসরের মধ্যে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে কিংবা ইজারাদাতা তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে যে অধিকতর সময় মঞ্জুর করিতে পারেন সেই সময়ের মধ্যে উক্ত নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ইজারাগ্রহীতা ইজারাধীন সম্পত্তির উপর ইমারত নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন বা পৌর কর্তৃপক্ষ-এর অধীনে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত আকারের অন্ততঃপক্ষে চারতলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনের প্রয়োজনীয় সীমানা চিহ্ন দিয়াও আনুষঙ্গিক অংশসমূহসহ তাহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিবেন, ইজারা গ্রহীতা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইজারাধীন সম্পত্তি ব্যবহার করিবেন না এবং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের পূর্বে গৃহ সংস্থান অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিবেন।
- ৪। উপরোক্ত দফার বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা যদি উক্ত ভবন ও উহার আনুষঙ্গিক অংশসমূহের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করিতে এবং এক বৎসরের মধ্যে ইজারাধীন সম্পত্তিতে বাণিজ্যিক কোন লেনদেন করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই ইজারা অবসানযোগ্য হইবে এবং ইজারাধীন সম্পত্তি ইজারাদাতার প্রাপ্তি ন্যস্ত হইবে।
- ৫। উল্লিখিত ইমারত কাঠামো এবং উহার আনুষঙ্গিক অংশসমূহ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, নকশা, উচ্চতা ও নির্দেশ অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে যেন তাহা পৌর কর্তৃপক্ষ বা ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইনের অধীন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু অনুরূপ অনুমোদন ইজারা গ্রহীতাকে ঐ সকল বিধি, প্রবিধান ও উপ-বিধি পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দান করে না বাহা ইজারাদাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে উক্ত ইমারতসমূহের নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য প্রণীত হইতে পারে।
- ৬। ইজারাগ্রহীতা ইজারাধীন সম্পত্তির কোন অংশে ইজারাদাতার লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত ৫ম দফা অনুসারে অনুমোদিত ইমারত ব্যতীত অন্য কোন ইমারত নির্মাণ করিতে বা করাইতে পারিবেন না কিংবা ইজারা গ্রহীতার লিখিত অনুমোদন ব্যতীত সেখানে কোন নোটিশ, সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করিতে বা করাইতে পারিবেন না।
- ৭। ইজারা গ্রহীতা পূর্ব বর্ণিত ইজারাদাতার অনুরূপ সম্মতি ব্যতিরেকে ইজারাধীন সম্পত্তিতে বা উহার উপরে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিবেন না বা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন না কিংবা ইজারাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিবেন না অথবা ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন না। অত্র দফার কোন বরখোলাপ হইলে অথবা এই নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করা হইলে এই বরাদ্দ বাতিল বা অত্র ইজারার অবসান হইতে পারে।
- ৮। ইজারাদাতার সন্তুষ্টি অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা ইজারাধীন সম্পত্তি এবং উহাতে অবস্থিত ইমারতসমূহ সময়ে সময়ে মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুশৃঙ্খল ও সুস্বচ্ছ অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং যদি তাহা অনুরূপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে ইজারাদাতা লিখিত একমাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া প্রয়োজনীয় সকল মেরামত কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্যের জন্য তাহার যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা চাহিবা মাত্র ইজারা গ্রহীতার পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহা ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে সার্টিফিকেট পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করা যাইতে পারে।
- ৯। ইজারা গ্রহীতা ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন অধীনে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পৌর-কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতীত এবং উহার পরিকল্পনা, নকশা এবং বিনির্দেশ সম্পর্কে তাহার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারাধীন সম্পত্তির উপর নির্মিত কোন ইমারত বা কাঠামোর কোন রদবদল, সংযোজন বা পরিবর্তন করিবেন না।
- ১০। এই চুক্তি কার্যকর থাকাকালে ইজারা গ্রহীতা তাহার নিজ খরচে ইজারাধীন সম্পত্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভরাট ও সমতল করার ব্যবস্থা করিবেন এবং ইজারাদাতার লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতীত ইজারাধীন সম্পত্তি ভরাট, সমতল করার অথবা নির্মাণ কার্যের জন্য না অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য কোন স্থান অথবা ইজারাদাতা মালিকানাধীন অন্য কোন ভূমি হইতে কোন উপকরণ পাইবার অধিকারী হইবেন না।
- ১১। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতার লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোন কাজ করিবেন না বাহাতে ইজারাধীন সম্পত্তির মূল্য কোন প্রকারে হ্রাস পায় বা উহার কোন ক্ষতি সাধিত হয় কিংবা তিনি উহার কোন স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করিবেন না এবং উক্ত সম্পত্তির মাটি, মৃত্তিকা, কাঁকর, বালু বা পাথর বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবেন না কিংবা পূর্ব বর্ণিত কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় না হইলে তাহা খনন করিবেন না, এতদসঙ্গেও শর্ত থাকে যে, ইজারা গ্রহীতা পূর্ব বর্ণিত কার্য নির্বাহের জন্য খননকৃত যে কোন বস্তু ব্যবহার, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন। তবে সর্বক্ষেপে এই শর্ত থাকিবে যে, যদি উক্ত ইজারাধীন সম্পত্তির অননুমোদিত কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় অথবা উহা হইতে কোন বস্তু খনন করা হয় তাহা হইলে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার নিজ খরচে উক্ত সম্পত্তির মূল অবস্থায় আনয়নের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং যদি ইজারা গ্রহীতা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ইজারাদাতা উক্ত সম্পত্তি মূল অবস্থায় আনয়ন করাইতে পারিবেন এবং ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে উহার খরচ আদায় করিতে

১৯৫২ সালের  
ইজারা আইন  
১৯৫২ সালের  
ইজারা আইন  
১৯৫২ সালের  
ইজারা আইন

১৯৫২ সালের  
ইজারা আইন  
১৯৫২ সালের  
ইজারা আইন

১২। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতা সম্পত্তির সীমানা চিহ্ন সৃষ্টিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং উহার সীমানা সৃষ্টিভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন এবং ইজারাদাতার প্রয়োজন বোধে তৎকর্তৃক লিখিত ও বখাষধভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তাকে সেইগুলি পরিদর্শনের সময়ে দেখাইয়া দিবেন এবং ইজারা গ্রহীতা তৎসম্পর্কে ইজারাদাতাকে অবহিত করিবেন। যদি দেখা যায় যে, ইজারাগ্রহীতা কাজের জন্য কোন সীমানা চিহ্ন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে উহার পুনঃস্থাপন খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

১০। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতা কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রত্যেক কর্মকর্তাকে যুক্তিসম্মত সকল সময়ে ইজারাদাতা সম্পত্তি বা উহার যে কোন অংশে প্রবেশ করার জন্য এবং ইজারাদাতার উপর আপাততঃ নির্মিত যে কোন ইমারত ইত্যাদি কিংবা অনুরূপ কোন ইমারত নির্মাণকালে বা উহার পরে এবং যুক্তিসংগত অন্যান্য উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ প্রবেশ কালে ইজারা গ্রহীতা ইচ্ছাকৃত ও অর্থোক্তিকভাবে বাধাদান করিলে, অনুরূপ প্রথম বার বাধাদানের জন্য টাঃ ১০০.০০, দ্বিতীয় বার টাঃ ২০০.০০ এবং তৃতীয় ও পরবর্তী প্রতিবার বাধাদানের জন্য টাঃ ৫০০.০০ করিয়া অর্ধদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অষ্ট দফার অধীনে আরোপিত অর্ধদন্ড ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে সরকারী পাওনা অর্ধের ন্যায় আদায় করা হইবে।

১৪। ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতা সম্পত্তিতে বা উহার উপর নির্মিত কোন ইমারতে এমন কোন কাজ করিবেন না কিংবা করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন না যাহা ইজারাদাতা বা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ইজারাগ্রহীতা বা ব্যক্তিদের নিকট উৎপাত বা অসুবিধাজনক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইজারা-গ্রহীতা ইজারাদাতা সম্পত্তিতে অসচ্চারিত্রের বা সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন না বা সেখানে বাহাতে কোন জুয়াখেলা কিংবা কোন বে-আইনী কাজ কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে না পারে তৎজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। ইজারাগ্রহীতা যুক্তিসংগত প্রয়োজনীয় নির্মাণ বা মেরামতকার্য চলাকালে ছাড়া অন্যান্য সকল সময়ে ইজারাদাতা সম্পত্তি সাধারণতঃ বনজংগল, বিভিন্নমূত্ব, খাল, নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল প্রকার ঝোপ-জংগল ও আবর্জনা মুক্ত রাখিবেন। যদি ইহাতে কোন গ্রুটি হয় তাহা হইলে ইজারাদাতা উক্ত বন-জংগল বা অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ করিতে পারিবেন এবং উহা অপসারণের জন্য বা অপসারণের ব্যাপারে তাহার যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা চাহিবামাত্র ইজারা গ্রহীতা এইরূপ অর্ধদন্ডসহ পরিশোধ করিবেন, বাহার পরিমাণ, টাঃ ৫০০.০০ পর্যন্ত হইতে পারে এবং তাহা ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে সরকারী পাওনা অর্ধের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে।

১৬। ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতা সম্পত্তিতে কোন মলকুন্ড বা কোন কুঁয়াপায়খানা নির্মাণ করিবেন না অথবা নির্মাণ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন না, এইরূপ কোন মলকুন্ড বা কুঁয়া-পায়খানা নির্মাণ করা হইলে ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার খরচে তাহা ভরাট করিতে এবং তাহাতে জমাকৃত সকল ময়লা অপসারণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে খরচকৃত অর্থ বকেয়া ভাড়ার ন্যায় তাহার নিকট হইতে আদায় করা যাইবে। ইজারাদাতা যদি এইরূপ মত পোষণ করেন যে, কোন মলশোধনাশয় সন্তোষজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে না তাহা হইলে তিনি আদেশ দ্বারা যে কোন সময়ে উক্ত মলশোধনাশয়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইজারাদাতা যতদিন পর্যন্ত এই মর্মে সন্তোষ না হন যে, উক্ত গ্রুটি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহীত হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত আদেশ অব্যাহতভাবে বলবৎ থাকিবে।

১৭। যেহেতু ইজারাদাতা ময়লা নিষ্কাশনের পয়ঃপ্রণালী স্থাপন করিয়াছেন, সেহেতু ইজারাগ্রহীতার নিজ খরচে ঐ সকল ময়লা নিষ্কাশন পয়ঃপ্রণালীর সহিত তাহার ময়লা নিষ্কাশন পয়ঃপ্রণালী সংযুক্ত করিয়া দেওয়া তাহার জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং তাহা করার পর ইজারাদাতা অতিরিক্ত যে অর্থ নির্ধারণ করিয়া দিবেন ইজারা গ্রহীতা সেই অর্থ পরিশোধ করিবেন। সরকার প্রকৃতপক্ষে পয়ঃপ্রণালী বান্দ গুলে যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন উক্ত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ কোনক্রমেই তদাপেক্ষা অধিক হইবে না, যাহা পয়ঃপ্রণালী স্থাপনের তারিখ হইতে ইজারাদাতা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। উক্ত অর্থ বার্ষিক ২০ কিস্তিতে আদায় করা হইবে। ইজারাদাতা কর্তৃক স্থাপিত পয়ঃপ্রণালীর সহিত যদি ইজারাগ্রহীতা তাহার নদমার সংযোগ স্থাপন না করেন তাহা হইলে ইজারাদাতা উক্ত সংযোগ স্থাপনের কাজ করাইয়া দিতে পারিবেন এবং ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে বকেয়া ভাড়া হিসাবে উহার খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

১৮। উক্ত এলাকায় যদি এবং যখন ইজারাদাতা রাস্তা বা পার্ক নির্মাণ করিয়া উহার আরও বা অধিকতর উন্নত ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে, এবং তখন ইজারা-গ্রহীতা ইজারাদাতা কর্তৃক তৎজন্য নির্ধারিত খরচ পরিশোধ করিবেন। এই দফার ব্যাখ্যা সম্পর্কে যদি কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা হইলে তৎসম্পর্কে পরিচালক (নগর উন্নয়ন) এর সিদ্ধান্ত পক্ষগণের জন্য চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হইবে।

১৯। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতা সম্পত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী নির্মিতব্য ইমারতসমূহ এবং উহার আনুষংগিক গৃহাদি নির্মাণের পূর্বে উক্ত ইজারাদাতা সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ বিস্তৃত প্রভাবিত, বন্ধক, দান, বিনিময় বা প্রকারান্তরে স্বত্ত্ব-নিয়োগ, সাবলেট বা দায়বন্দ কিংবা কোন প্রকারে তাহার হাতছাড়া করিবেন না। ইজারা গ্রহীতা সরকারের অনুমতি না লইয়া উক্ত ইজারাদাতা সম্পত্তিতে কোন বাণিজ্যিক ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদিত কোন ঋণদান সংস্থার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের জন্য উক্ত ইজারাদাতা সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ বন্ধক দিবেন না।

(Handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'S. S. S.' and 'S. S. S.')



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature*  
পোস্ট অফিস  
২০/৭/১১

২০। উপরোক্ত ১৯ নং অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, ইজারা গ্রহীতা অথ চুক্তিপত্রের শর্তাধীনে ইজারাধীন সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ স্বাধীনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে অবশ্যই উহার হস্তান্তর দলিল ইজারাদাতা কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তরে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং উহা করা না হইলে, ইজারাদাতা ইজারাধীন সম্পত্তির হস্তান্তরকারীর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে ইজারা গ্রহীতারূপে স্বীকার বা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, ইজারাদাতার লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত ইজারাধীন সম্পত্তির কোন অংশের হস্তান্তর বৈধ, বাধ্যতামূলক বা কার্যকর হইবে না।

২১। যখন উত্তরাধিকারী সূত্রে বা হস্তান্তর দ্বারা মালিকানা বা দখলের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে, তখন যে ব্যক্তি অনুরূপ উত্তরাধিকারী সূত্রে বা হস্তান্তরের দ্বারা উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন, সেই ব্যক্তি উক্ত ঘটনার তারিখ হইতে একপাঞ্জিকা মাসের মধ্যে অনুরূপ উত্তরাধিকারী বা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইজারাদাতাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, যখন তাহাদের মধ্যে কোন একজন ইজারাদাতাকে অনুরূপ নোটিশ প্রদান করেন তখন অত্র ইজারা দলিলের কোন কিছই অপরপক্ষেও নোটিশ প্রদানের জন্য বাধ্য করিবে না।

২২। উক্ত সমগ্র সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ বিক্রয়, দান বা উইলের মাধ্যমে যদি উহার কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহা হইলে হস্তান্তরগ্রহীতাকে ইজারা গ্রহীতারূপে স্বীকার করা যাইতে পারে তবে উহার শর্ত হইবে যে, হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরের জন্য অনুমতি চাহিবার সময়ে বিধা প্রতি ১০,০০০.০০ টাকা হারে অথবা ইজারাদাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে স্থিরীকৃত হারে হস্তান্তর 'ফি' প্রদান করিবেন।

২৩। এক্ষণে অত্র দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ এই মর্মে পারস্পরিকভাবে নিম্নরূপ চুক্তি করিতে সম্মত হইলেন যেঃ—

(ক) ইজারা গ্রহীতা ভাড়া, কর, ইত্যাদি প্রদান করা ব্যতীত এই চুক্তির কোন শর্ত লংঘন করিলে ইজারাদাতা তাহার অন্যান্য যে সকল অধিকার রহিয়াছে উহাদের কোন হানি না ঘটাইয়া অত্র চুক্তির অধীনে "এক পাঞ্জিকা" মাসের মধ্যে লিখিত নোটিশ দিয়া অত্র ইজারা চুক্তির অবসান করিতে পারিবেন এবং ইজারাধীন সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তিতে পুনঃ প্রবেশ বা উহার উপরে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং উহার উপর অবস্থিত সকল ইমারত, কাঠামো ইত্যাদিসহ উহাদের দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন। অতঃপর এই ইজারা চুক্তি অবিলম্বে বাতিল হইবে এবং ইজারাধীন সম্পত্তির উপর অবস্থিত সকল ইমারত, কাঠামো ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ইজারাদাতার প্রতি অর্পিত হইবে এবং তাহা তাহার অবাধ সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। কিন্তু ইজারা গ্রহীতা উক্ত ইমারত, কাঠামো, ইত্যাদি বান্দ নগর উন্নয়ন (URBAN DEVELOPMENT) এর পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন। তবে ইজারা গ্রহীতা ইজারাধীন সম্পত্তির উপর রক্ষিত তাহার এইরূপ পন্য বা জিনিষপত্র বাহা উক্ত ইমারত বা কাঠামোর অংশ নহে তাহা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পক্ষকালের মধ্যে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি ইহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ঐ সকল পন্য বা জিনিষপত্র সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা তৎজন্য কোন প্রকার মূল্য, ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন কিছ দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না।

(খ) ইজারা গ্রহীতা রীতিমত ভাড়া প্রদান করিয়া অত্র চুক্তিপত্রে বিধৃত শর্তাবলী বিস্মৃততার সহিত পালন এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম সম্পাদন করিলে ইজারাদাতার কোন বাধা ছাড়াই অত্র চুক্তি কার্যকর থাকাকালে শান্তিপূর্ণভাবে ইজারাধীন সম্পত্তি নিজ অধিকারে রাখিবে এবং তাহা ভোগ দখল করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইহাতে বিধৃত কোন কিছই ইজারাধীন সম্পত্তির পার্শ্ববর্তী কোন ভূমি, ইমারত, কাঠামো ইজারাদাতা যে প্রকার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন সেই প্রকারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহার অধিকারকে সীমিত বা সীমাবদ্ধ করিবে না।

(গ) ইজারাদাতা, তাহার জরিপকরণ, এজেন্ট, শ্রমিকগণ এবং ইজারাদাতা কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত প্রয়োজনীয় সকল সময়ে দখলদারকে মৌলিক নোটিশ প্রদানের পর ইজারাধীন সম্পত্তি সংলগ্ন ঘরবাড়ীর মেরামতের জন্য উক্ত সম্পত্তিতে বা উহার যে কোন অংশে প্রবেশ করিতে বা পেশাগত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং "সার্ভিস মেইন," তার, নর্দমা জলসুরঙ্গে ইত্যাদি মেরামতের প্রয়োজন হইলে তাহা মেরামত করিতে পারিবেন এবং ইজারাদাতার সম্মতি লইয়া উক্ত এলাকার অন্য যে কোন ইমারত বা জমি হইতে আড়াআড়িভাবে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও নর্দমার সংযোগ স্থাপন করার সময়ে উক্ত সম্পত্তিতে তাহারা অবাধে বিচরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশকারীগণ বা উল্লেখিত যে সকল ব্যক্তি সম্পত্তিতে মেরামত কার্যের জন্য প্রবেশ করিবেন তাহারা উক্ত ইজারাধীন সম্পত্তির যতদূর সম্ভব ন্যূনতম ক্ষতিসাধন করিবেন। কিন্তু উক্ত কার্যে যদি কোন ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় তাহা হইলে ইজারাদাতা তৎজন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং সেই ব্যাপারে নগর উন্নয়ন পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং তাহা উক্ত পক্ষের প্রতি বাধ্যতামূলক হইবে।

(ঘ) ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে ইজারাদাতা কোন সম্মতি গ্রহণ করিয়া এবং তাহাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়া তাহার (ইজারাদাতা) নিজ বিবেচনামতে উপযুক্ত যে কোন সময়ে ইজারাধীন সম্পত্তির নিকটবর্তী বা উহার বিপরীত দিকের বা তৎসন্নিহিত যে ভূমি লেনদেন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ লেনদেন করার অধিকারী হইবেন এবং

*System Rights*  
*৪৫১/৮*  
*১৯০/১০/৮*  
*১৯০/১০/৮*  
*১৯০/১০/৮*



*Handwritten signature*  
পোস্ট অফিস  
ঢাকা।  
২৭/৭/১৩

*Handwritten number*  
১৪৭

অত্র চুক্তি কার্যকর থাকাকালে নির্মাণকার্যে ইজারাদারী সম্পত্তিতে বা উহার যে কোন অংশে আলোচিত প্রাপ্তির কোন অসুবিধা (যে অসুবিধা উক্ত ইজারাদারী সম্পত্তি বা উহার কোন অংশের পূর্বে ছিল না) হওয়া সত্ত্বেও, তিনি উহাতে ইমারত, কাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ করার বা করাইবার অধিকারী হইবেন।

২৪। এতদ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিকভাবে নিম্নরূপ আরও চুক্তি সিদ্ধান্ত হয় যে—

(১) ইজারাদাতা ৩০ বৎসর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাদারী সম্পত্তির ভাড়া সংশোধন এবং ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত ভাড়া অনধিক শতকরা ১২ই ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সুস্ফুট ভাড়ার পরিমাণ কি হইবে তৎসম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা (মানিলা লইয়া) উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে ;

(২) ইজারাদাতার জন্য ইজারাদারী সম্পত্তির সকল প্রকার খনিজ সম্পদ আহরণ এবং উক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তির (Sub-Soilright) অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে এবং সেখানে কোন কাজ করা, খনিজ সম্পদ আহরণ করা এবং তাহা বহন করার জন্য তাহার চলার অধিকার এবং যুক্তিসংগত প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাদিও সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) উপরোক্তরূপে ইজারাদাতা কর্তৃক এই ইজারার অবসান না হইয়া সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে ইহার অবসান হওয়ার ক্ষেত্রে—

(ক) ইজারা গ্রহীতা এই ইজারাচুক্তি নবায়ন করিতে চাহিলে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতা খরচে উৎকর্ষক নির্ধারিত মেয়াদ, চুক্তি ও শর্তাবলী সাপেক্ষে এই ইজারাচুক্তি নির্ধারিত অধিকতর মেয়াদের জন্য নবায়ন করিতে পারিবেন এবং

(খ) ইজারা গ্রহীতা অত্র ইজারাচুক্তি নবায়ন করিতে না চাহিলে তিনি ইজারাদারী সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে বা সেখানে যাইতে পারিবেন এবং অত্র চুক্তি অবসানের সময় হইতে অনধিক তিন মাসের মধ্যে বা ইজারাদাতা কর্তৃক অনুমোদিত অনুরূপ ততোধিক মেয়াদের মধ্যে আগাম নির্দিষ্ট ভাড়া প্রদান করিয়া তাহার নির্মিত ইমারত, কাঠামো ইত্যাদি অপসারণ করিবেন (এরূপক্ষেত্রে মাসের অংশকে সর্বদা পূর্ব মাস গণ্য করা হইবে)। উক্ত সময়ের মধ্যে (ইমারত ও কাঠামোসহ) যদি কোন কিছুর বা তদতিরিক্ত কোন কিছুর (যদি থাকে) অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে ইজারা গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন প্রকার কোন দাবী ছাড়াই তাহা ইজারাদাতার সম্পূর্ণ নিজ সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে এবং ইজারাদাতা তাহা অপসারণ করিতে পারিবেন, এবং উক্ত কার্য সম্পাদনে ব্যয়িত অর্থ ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) ইজারা গ্রহীতা অত্র চুক্তির শর্তাবলীতে ইহার অবসানান্তে অথবা তাহাকে প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ইজারাদারী সম্পূর্ণ সম্পত্তির দখল সুস্ফুট, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ত্যাগ করিয়া বা ছাড়িয়া যাইতে ব্যর্থ হইলে ইজারাদাতা অবিলম্বে ইজারাদারী সম্পত্তিতে বা উহার উপর পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং আদালতের কোন বাধা ছাড়াই ইজারা গ্রহীতা কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি তথা হইতে উৎখাত করিতে পারিবেন এবং সেখানে ইজারা গ্রহীতাসহ যে কোন ব্যক্তির জিনিসপত্র বাহা দেখিতে পাইবেন তাহা না-দাবী বা দায়মুক্ত সম্পত্তি হিসাবে নিজ দখলে রাখিতে পারিবেন এবং ইজারাদারী সম্পত্তির উপর যে সকল পন্য বা দ্রব্য দেখিতে পাইবেন তাহা না-দাবী বা দায়মুক্ত সম্পত্তি হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিবেন। অধিকন্তু ইজারাদাতা ইজারাদারী সম্পত্তি সুস্ফুট ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এবং অনুরূপ সুস্ফুট অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহা অনুরূপ অবস্থায় রাখিতে তাহার যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কিংবা ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় বা উসূল করিতে পারিবেন।

২৫। ইজারাদারী সম্পত্তির উপর অবস্থিত ইমারত, কাঠামো ইত্যাদিসহ সকল প্রকার পন্য ও জিনিসপত্রের উপর ইজারাদাতার প্রাথমিক পূর্বস্বত্ত্ব থাকিবে, বাহা তিনি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয় বা হস্তান্তর লব্ধ অর্থ হইতে ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য অর্থের সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।

২৬। অত্র চুক্তির অধীনে যদি ইজারা গ্রহীতার প্রতি কোন নোটিশ জারী করার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার ঠিকানায় ইজারাদারী সম্পত্তিতে রাখিয়া দিলে কিংবা ডাকযোগে তাহার নিকট প্রেরণ করা হইলে অথবা তাহার শেষ জানা ঠিকানায় রাখিয়া দেওয়া হইলে তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইন (১৯১৩ সালের ৩নং বেংগল এ্যাক্ট)-এর অধীনে ভূমির খাজনা বাবদ ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে ইজারাদাতার পাওনা অর্থ আদায় করার অধিকার ইজারাদাতার সংরক্ষিত থাকিবে।

২৮। অত্র ইজারাচুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ব্যতিক্রমতা বা উক্ত চুক্তিপত্রের অধীনে কোন খোশারতের মালিকানা বা ইজারাদাতা কর্তৃক করণীয় কোন কিছুর বা গৃহীতব্য কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন বিরোধের সৃষ্টি হইলে এতদ্বন্দ্বেষ্টে ইজারাদাতা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা পক্ষগণের প্রতি বাধ্যতামূলক হইবে এবং তৎসম্পর্কে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না।

(১) ইজারা গ্রহীতার  
 (২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (১০) ইজারা গ্রহীতার  
 (১১) ইজারা গ্রহীতার  
 (১২) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (১৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (২০) ইজারা গ্রহীতার  
 (২১) ইজারা গ্রহীতার  
 (২২) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (২৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৩৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৪৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৫৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৬৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৭৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৮৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯০) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯১) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯২) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৩) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৪) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৫) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৬) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৭) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৮) ইজারা গ্রহীতার  
 (৯৯) ইজারা গ্রহীতার  
 (১০০) ইজারা গ্রহীতার





*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
সাব-পোস্টমাস্টার  
আবুলফজল মাসুদ  
২০/৭/১১

ঢাকা জেলার... সাব-রেজিস্ট্রেশনের অন্তর্গত... মোজার...  
৩৫-২৫৪৮/৬৮ ইং-ডি, আর, জি ৩৫-এইচ এক এস-৬৭-৬৮ ইং, ঢাকা মহানগর স্থান বিভাগ, মোঃপুর, ঢাকা  
মোজার... তারিখের... নং নকসায়... নং সেকশনের...  
প্রতিষ্ঠাতিক গুট ৩৫-৮-৫/১, বুক-সি, প্রতিষ্ঠাতিক এলাকা, মোঃপুর হাটকিং একট, মোঃপুর, ঢাকা  
নং রকে... নং রোড/লেন/এডভান্ডর... নং প্লটে অবস্থিত...

৩৩০১ বর্গগজ... বর্গগজ বা উহার প্রায় সম পরিমাণ জমি, যাহা এতদসঙ্গে সংযুক্ত নকসায়  
বিশেষভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে ও ইলুদ রং দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

১। ইজারা গ্রহীতা জমির বরাদ্দ প্রাপ্তির পর অধিনায়কের ২.০০২.২৭৫/- এক লক্ষ তিন হাজার দুইশত  
পঁচাত্তর টাকা দ্বারা... নিম্নবর্ণিত তারিখে বা তৎপূর্বে

- পরিশোধ করিবেনঃ
- (ক) ...তারিখে বা তৎপূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির টাঃ...
- ...এবং...তারিখে বা তৎপূর্বে তৃতীয় কিস্তির
- টাকা...এবং...তারিখে বা তৎপূর্বে চতুর্থ
- টাঃ...।

২। অত্র ইজারা চুক্তিনামা কার্যকর হওয়ার সময় হইতে প্রতি ১০০ বর্গগজ এর জন্য প্রতি বৎসরের  
ভাড়া টাঃ...৭/-...হারে ইজারাদান সম্পত্তির প্রদেয় ভাড়া হইবে টাঃ...২০২/২৫...দুইশত এক  
শত দুইশত পঁচাত্তর টাকা বর্ষে। অত্র ইজারাচুক্তিপত্র বলবৎ থাকাকালে ইজারা গ্রহীতা ইজারাদাতাকে প্রতি বৎসর প্রতি ১০০ বর্গগজ  
এর জন্য টাঃ...৭/-...মাত্র পরিশোধ করিবেন এবং অত্রপত্র বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ এক  
কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। পরবর্তীকালে অত্র ইজারাচুক্তি নবায়ন করা হইলে, ইজারা গ্রহীতা  
ইজারাদাতা কর্তৃক অত্র চুক্তির ২৪(১) দফার অধীনে নির্ধারিত হারে বর্ধিত ভাড়া পরিশোধ করিবেন।

৩। ইজারা গ্রহীতা প্রতি ১০০ বর্গগজের জন্য বার্ষিক ভাড়া টাঃ...৭/৫...হারে প্রতি কিস্তিতে  
পরিশোধ করিবেন।

৪। ইজারা গ্রহীতা কোন কিস্তি বা সালামীর কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত  
অর্থ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ইজারা গ্রহীতাকে বার্ষিক শতকরা ১৬ ভাগ হারে সুদ পরিশোধ করিতে  
হইবে এবং তৎকালীন সময়ে ইজারাদাতার পুনঃ প্রবেশ বা অন্যান্য অধিকার পূর্ববৎ সংরক্ষিত থাকিবে।

৫। অত্র ইজারাচুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইজারাদাতা ইজারার অবসান করিলে, যে বৎসর অনুরূপভাবে  
উক্ত ইজারার অবসান হয় সেই বৎসরের সম্পূর্ণ ভাড়া ইজারা গ্রহীতা পরিশোধ করিবেন।

৬। উপরোক্ত (১) এবং (২) দফায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, ইজারা গ্রহীতা অত্র চুক্তিপত্রের  
অধীনে প্রদেয় আতিরিক্ত যে কোন অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ইহার স্বাক্ষরস্বরূপ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ তাহাদের নিজ নিজ পক্ষে অদ্য ১১.০২.১৩...সালের... ৭...  
মাসের... ১৭...তারিখে অত্র দলিল স্বাক্ষর ও মোহর আঁকিত করিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির পক্ষে—  
 ইজারাদাতা প্রথম পক্ষ  
 মোঃ এনাযুল কবীর  
 সহকারী কমিশনার

ইজারা গ্রহীতা দ্বিতীয় পক্ষ  
 [Signature]

সাক্ষীগণ—  
 (১) মোঃ হুমায়ুন কবীর, পিতা... ঠিকানা...  
 ডাকঘর... উপজেলা... জেলা...  
 (২) মোঃ জাহাঙ্গীর আলী, পিতা... ঠিকানা...  
 ডাকঘর... উপজেলা... জেলা...

নারাজেশ্বী ও জেলা প্রকল্প নং ২৪২২/২০০৪  
 ৩০/০৭/২০০৪ ই

বাংলাদেশ ফরম নং ২২২

বহি নং ৯২৬৭৩.....১৯

পৃষ্ঠা.....৫.....

**ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদ বহি**

[ See Rule 277 (ii), (vi) and (xi) of the Bengal Practice and Procedure Manual ]

চেক রসিদ নং..... কিল্লার বালিকা বিদ্যালয়  
 তারিখ..... ও কলেজো চব্বিস, রক-সি  
 কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত..... জহরুল হোসে, জাহাঙ্গীরপুর  
 কাহার বাবদ..... ঢাকা-২২৭- রক্তে সঠিক  
 মাছিয়া।

কি জন্য.....  
 জিকা-ঢাকা স্কোলা- জাহাঙ্গীরপুর  
 মোতা- জাহাঙ্গীরপুর জাহাঙ্গীরপুর  
 হাতি: ১৬২৩ ১৬২৩  
 রক-সি ৮৭/৯ ১৬২৩

টাকা ২/০০  
 মোট .. ২/০০

কং দুই টাকা স্কুলের স্কুলের জন্য  
 কথায় লিখিতে হইবে

৩০/০৭/২০০৪  
 আদায়কারী কফিলারের স্বাক্ষর  
 বাস্তব-কার্য-নিয়ন্ত্রক  
 সরকারী কফিলার কার্যালয়  
 মাহবুব, ঢাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— জনসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে কেবলমাত্র সরকারী মুদ্রিত  
 রসিদ বহি হইতে ক্রমিক নম্বরযুক্ত প্রদত্ত রসিদই গ্রহণযোগ্য হইবে।

বাসঃমুঃ-২০০০/০১-১০০১৬এফ-৪০,০০০ বই, ২০০১।



সিটি কর্পোরেশন/পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম **মোহাম্মদপুর ভূমি অফিস**

মৌজার নাম **স্বাঃ পুর হাটখড়ি** জে এল নম্বর ..... উপজেলা **স্বাঃ পুর**

জেলা **ঢাকা** মালিকের নাম **কিশোরাম বান্দিকার বিদ্যুৎময় ও কলক**

নং রেজিস্টার অনুযায়ী মোট নম্বর ও ঠিকানা **৫৭/১** ..... **কুমিল্লা** ..... **১৫-১ম**

..... জমির প্রায় **১৫** ..... বর্গমিটার নম্বর **১৫১৬**

দাগ নং **৫-৭/১** ..... জমির পরিমাণ .....

যে বছরের দাবী পরিশোধ করা হইল	আদায়ের বিবরণ			মন্তব্য
	ভূমি উন্নয়ন কর	সুদ	বিবিধ	
<b>১৪২১-১৪৬১</b>	<b>১২৪২৫/-</b>	-		<b>১২৪২৫/-</b>
.....	.....	.....	.....	.....

দ্রষ্টব্য : চেক দ্বারা ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়া হইলে তাহার বিবরণ

সর্বমোট টাকা (কথায়) **একাত্তর হাজার টাকা মাত্র** হিসে **১৫/১১/১৫** নাম স্বাক্ষর ও সীল

স্বাক্ষরিত নং ও তারিখ

পদবী .....  
 তারিখ **১৫/১১/১৫**  
**মোঃ আব্বাসুর রহমান**  
 ভূমি সর্কল কর্মকর্তা  
 মোহাম্মদপুর ভূমি অফিস  
 মোহাম্মদপুর সার্কল, ঢাকা

মুদ্রণ আদেশ নং-৫৪/২০২০-২০২১ তারিখ-০৯-০৩-২০২১ ইং।  
 গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সেন্ট্রাল শাখা-১২৭১/২০-২১/(১১)-১,০০,০০০ ইং।